ইউনিট - ৭

দেব-দেবী

ভূমিকা

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন আকার নেই। ঈশ্বর যখন নিজের কোন গুণ বা ক্ষমতাকে আকার দান করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। ঈশ্বরে যে রূপে পালন করেন তাঁকে বলে বিষ্ণু। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। এরকম আরও অনেক দেব-দেবী আছেন। পূজা করলে দেবতারা খুশি হন। মানুষ পূজিত দেবতার কৃপা লাভ করে। দেবতাদের পূজা করলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন।

এ ইউনিটে পাঠ-১ এ দেবতা কাকে বলে, দেবতারা ঈশ্বর নন এবং ঈশ্বরও বহু নন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়-একথা বুঝিয়ে বলা হয়েছে। তারপর বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক- এই প্রধান তিন প্রকার দেবতার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। পাঠ- ২ এ বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পাঠ- ৩ এ বিষ্ণু, পাঠ-৪ এ শিব, পাঠ- ৫ এ দুর্গা, পাঠ- ৬ এ লক্ষ্মী এবং পাঠ - ৭ এ সরস্বতী দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠ-১ দেবদেবীর পরিচয়

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে তিনি যে কোন রূপ বা আকার ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমাহীন। সীমাহীন তাঁর গুণ। ঈশ্বর যখন নিজের কোন গুণ বা ক্ষমতাকে আকার দান করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবী। ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। ঈশ্বরে যে রূপে পালন করেন তাঁকে বলে বিষ্ণু। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। এরকম আরও অনেক দেব-দেবী আছেন।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেবতারা ঈশ্বর নন। ঈশ্বরও বহু নন। তিনি এক। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' অর্থাৎ এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ বা জ্ঞানীরা বহু প্রকার নামে বর্ণনা করেছেন।
দেবতাদের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতা লাভের জন্য তাঁদের পূজা করা হয়। পূজা করলে দেবতারা খুশি হন। মানুষ দেবতাদের কৃপা লাভ করে এবং সুখ ও শান্তি পায়। দেবতাদের পূজা করলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন।
কোন কোন দেব-দেবীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। যেমন- বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতি। আবার বিশেষ বিশেষ তিথিতে কোন কোন দেব-দেবীর পূজা করা হয়। যেমন ব্রহ্মা, কার্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি।
আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদের ওপর ভিত্তি করে 'পুরাণ' নামক ধর্মগ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বেদ ও পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, শক্তি, প্রভাব, সামাজিক গুরুত্ব এবং পূজা-প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু দেবতা রয়েছেন, বেদ ও পুরাণে যাঁদের উল্লেখ নেই। কিন্তু ভক্তগণ যুগ-যুগ ধরে তাঁদের পূজা করে আসছেন। এভাবে আমরা তিন প্রকার দেবতার পরিচয় পাই। যথা- (ক) বৈদিক দেবতা, (খ) পৌরাণিক দেবতা এবং (গ) লৌকিক দেবতা।

ক. বৈদিক দেবতা

বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন- অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, ঊষা প্রভৃতি। বৈদিক দেবতাদের কোন বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে প্রতিটি দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।

খ. পৌরাণিক দেবতা

পুরাণে যে সকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদেরকে বলা হয় পৌরাণিক দেবতা। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি। পুরাণে কিছু কিছু বৈদিক দেবতাসহ আরো অনেক দেবতার বিগ্রহ বা মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। প্রচলিত হয়েছে দেবতাদের পূজা করার পদ্ধতি ও বিধিবিধান। যে সকল বৈদিক দেবতার উল্লেখ পুরাণেও আছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন- বিষ্ণু, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি।

গ. লৌকিক দেবতা

বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয় নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদেরকে বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন, মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

সারাংশ

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। দেবতারা ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার সাকার রূপ। দেবতাদের পূজা করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা অর্জন করা যায়। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। বৈশিষ্ট্য ভেদে দেবতা তিন প্রকার- বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক। অনেক বৈদিক দেবতার কথা পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। অনেক লৌকিক দেবীও পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ü) চিহ্ন দিন।

১. ঈশ্বর যখন নিজের কোন গুণ বা ক্ষমতাকে রূপ বা আকার দান করেন, তখন তাঁকে কি বলে?
   ক. পরমেশ্বর — খ. রূপধারী
   গ. দেবতা — ঘ. বিগ্রহ

২. 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—কোন ধর্মগ্রন্থে এ-কথা বলা হয়েছে?
   ক. ঋগ্বেদে — খ. রামায়ণে
   গ. পুরাণে — ঘ. ভাগবতে

৩. দেবতাদের প্রধান কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
   ক. দুই ভাগে — খ. তিন ভাগে
   গ. চার ভাগে — ঘ. ছয় ভাগে

৪. কোন প্রকার দেবতাদের বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না?
   ক. পৌরাণিক দেবতাদের — খ. লৌকিক দেবতাদের
   গ. বৈদিক দেবতাদের — ঘ. অরণ্য দেবতাদের

৫. মনসা কোন প্রকার দেবতা?
   ক. বৈদিক দেবতা
   খ. পৌরাণিক দেবতা
   গ. গার্হস্থ্য দেবতা
   ঘ. লৌকিক দেবতা

পাঠ–২ বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর সাধারণ পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদিক দেব-দেবীর পরিচয় দিতে পারবেন।
- পৌরাণিক দেব-দেবীর পরিচয় দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

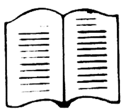

বৈদিক দেব-দেবী

বেদে দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

ক. স্বর্গের দেবতা;

খ. অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা;

গ. মর্ত্যের দেবতা।

ক. স্বর্গের দেবতা

স্বর্গের দেবতাদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায় । তাঁরা মর্ত্যলোকে বা পৃথিবীতে আসেন না। যেমন- সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি।

খ. অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা

অন্তরীক্ষ লোকের দেবতারা মর্ত্যে আসেন কিন্তু থাকেন না। যেমন- ইন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি। ইন্দ্র বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা।

গ. মর্ত্যের দেবতা

মর্ত্যের বা পৃথিবীর দেবতারা পৃথিবীতে আসেন, থাকেন এবং আমরা তাঁদের দেখতে পাই। যেমন- অগ্নি। অগ্নিকে আমরা দেখতে পাই। অগ্নি পৃথিবীতে অবস্থানও করেন।
অগ্নি দেব পৃথিবীতে অবস্থান করেন বলে অগ্নি প্রজ্বলিত করে সেই অগ্নিতে ঘৃত, পিঠা, পায়েস, মাংস প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস উৎসর্গ করে অগ্নির মাধ্যমে অন্য দেবতাদের আহ্বান জানানো হয়। অগ্নির মাধ্যমে আহূত আমাদের দেওয়া দ্রব্যাদি দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায় ।

এই যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে, বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহ্বান জানানো, শ্রদ্ধা জানানো, তাঁদের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করা, একে বলে যজ্ঞ। বৈদিক যুগের উপাসনা ছিল এই যজ্ঞভিত্তিক। আমরা জানি বৈদিক দেবতাদের কোন বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে দেবতাদের রূপ ও ক্ষমতার বর্ণনা আছে।
বেদে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, সোম, বরুণ, রুদ্র, যম, প্রভৃতি দেব, ঊষা, বাক, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে সংক্ষেপে বৈদিক দেবতা অগ্নি দেব এবং ঊষা দেবীর পরিচয় দেয়া হল।

অগ্নি

ঋগ্‌বেদে বর্ণিত প্রধান দেবতাদের মধ্যে অগ্নি অন্যতম। অগ্নিকে দেবতাদের মুখ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ অগ্নি মুখে দেবতাগণ ভোজন করেন। এর অর্থ হল, অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের কাছে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হয়। অগ্নিকে অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের দূতও বলা হয়েছে। কারণ তিনি দেবতাদের কাছে যজ্ঞকারীর প্রদত্ত দ্রব্য পৌঁছে দেন। অগ্নিই যজ্ঞের অবলম্বন। অগ্নিকে যজ্ঞকারী পুরোহিত বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ঊষা

বেদে দেবদের চেয়ে দেবীদের সংখ্যা কম। এঁদের মধ্যে ঊষা প্রধান। সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পূবের আকাশে যে মনোমুগ্ধকর অরুণ বর্ণ দেখা যায়, তাকেই বলা হয়েছে ঊষা।

ঊষা দেবী রাতের অন্ধকার দূর করেন। তিনি আলোকোজ্জ্বল জগতের সন্ধান দেন। তাঁর আগমনে জীবজগৎ কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে।

পৌরাণিক দেব-দেবী

পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁরা পৌরাণিক দেবতা। পৌরাণিক যুগে দেব-দেবীর প্রতিমা বা বিগ্রহ নির্মাণ করে পূজা করার প্রথা প্রচলিত হয়। এ-যুগে পৌরাণিক দেব-দেবীর মধ্যে অনেকের রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক নতুন দেব-দেবীরও আবির্ভাব ঘটেছে।
মন্ত্রে যে-ভাবে দেব-দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, সে-ভাবে তাদের মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেব-দেবীর প্রতিমা স্থাপন করে পূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। পত্র-পুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে নৈবেদ্য বা ভোগ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘটা করে পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা করা হয়।
কোন কোন দেব-দেবীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। যেমন- শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতি। আবার কোন কোন দেব-দেবীর পূজা বিশেষ বিশেষ তিথিতে করা হয়। যেমন- ব্রক্ষা, দুর্গা, কার্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি। অবশ্য প্রতিদিন যে-সকল দেব-দেবীর পূজা করা হয়, বিশেষ বিশেষ তিথিতেও তাঁদের অনেকের পূজা করা হয়। যেমন- বিষ্ণু বা নারায়ণ, গণেশ, শিব সহ আরও পাঁচজন দেবতা।

সারাংশ

বৈদিক দেব-দেবীর কোন মূর্তি বা বিগ্রহ নেই। মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের রূপ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়। বেদে দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (ক) **স্বর্গের দেবতা,** (খ) **অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা, (গ) মর্ত্যের দেবতা**। বেদে অগ্নি সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, সোম, বরুণ, রুদ্র, যম প্রভৃতি দেব, ঊষা, বাক, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর বর্ণনা পাওয়া পায়।
পুরাণে যে-সকল দেব-দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা পৌরাণিক দেবতা। পৌরাণিক যুগে মন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করে তাঁদের পুষ্প-পত্র, নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করা হয়। পৌরাণিক যুগে এসে বৈদিক যুগের অনেক দেবতার রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক লৌকিক দেবতার বর্ণনা পুরাণেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. বৈদিক দেবতাদের কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক. এক ভাগে   খ. দুই ভাগে
গ. তিন ভাগে   ঘ. চার ভাগে

২. ইন্দ্র কোন্ শ্রেণীর দেবতা?
ক. স্বর্গের   খ. মর্ত্যের
গ. সমুদ্রের   ঘ. অন্তরীক্ষ লোকের

৩. কোন্ দেবতা মর্ত্যেও অবস্থান করেন?
ক. ইন্দ্র   খ. অগ্নি
গ. বরুণ   ঘ. চন্দ্র

৪. কোন্ যুগে দেব-দেবীর মূর্তিপূজা শুরু হয়?

ক. বৈদিক যুগে
খ. মৌর্য যুগে
গ. পৌরাণিক যুগে
ঘ. দ্বাপর যুগে

৫. বিষ্ণুর পূজা কখন করা হয়?

ক. প্রতিদিন
খ. বিশেষ তিথিতে
গ. প্রতি মাসে একবার
ঘ. বছরে একবার

পাঠ-৩ বিষ্ণু

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিষ্ণুর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিষ্ণুর পূজার সময় বলতে পারবেন।
- বিষ্ণুর প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।
- বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বিষ্ণুর পরিচয়

ঈশ্বর যে দেবতা রূপে সৃষ্টিকে পালন করেন, তাঁর নাম বিষ্ণু। বিশ্বকে প্রকাশ করে বিরাজ করেন বলে তাঁর নাম বিষ্ণু। বেদে বিষ্ণু দেবতার উল্লেখ আছে। বেদে বলা হয়েছে, বিষ্ণু পার্থিব লোক পরিমাপ করেছেন। বিশাল তার শরীর, তিনি চিরতরুণ। পুরাণে বলা হয়েছে, বিষ্ণু সৃষ্টির পালক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে প্রধান। এ তিনজন প্রধান দেবতাকে একত্র 'ত্রিমূর্তি' বা 'ত্রিনাথ' বলা হয় সুতরাং বিষ্ণু এই ত্রিমূর্তির অন্যতম। বিষ্ণুর অনেক নাম। যেমন- নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম ইত্যাদি।

বিষ্ণুর রূপ

পুরাণে বিষ্ণুর রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিষ্ণুর গায়ের রং চাঁদের আলোর মত। তাঁর চারটি হাত। চার হাতে চারটি দ্রব্য থাকে। ওপরের দিককার বাঁ হাতে থাকে বিষ্ণুর শঙ্খ। এই শঙ্খকে 'পাঞ্চজন্য' বলা হয়। ওপরের দিকের ডান হাতে থাকে চক্র। বিষ্ণুর এই চক্রকে বলা হয় 'সুদর্শন'। তাঁর নিচের দিকে বাঁ হাতে গদা এবং ডান হাতে পদ্ম থাকে। গরুড় পাখি বিষ্ণুর বাহন। পুরাণে বলা হয়েছে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে থাকেন।

বিষ্ণু পূজার সময়

সকল দেবতার পূজা করার সময় যে পঞ্চ দেবতার পূজা করা হয় তাঁরা হলেন- শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য ও জয়দুর্গা। সুতরাং বিষ্ণু পঞ্চ দেবতার অন্যতম। সকল দেবতার পূজা করার সময় বিষ্ণুর পূজা করা হয় বলে বিষ্ণু পূজার নির্দিষ্ট দিন নেই। যে-কোন দিন বিষ্ণুর পূজা করা যায়।

বিষ্ণু

বিষ্ণুর প্রণামমন্ত্র

নমো ব্রহ্মণ্যদেবার গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

সরলার্থ
ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার। গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং জগতের মঙ্গলকারী কৃষ্ণকে– গোবিন্দকে নমস্কার।

বিষ্ণুর মাহাত্ম্য
বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। পুরাণ পাঠের সময় আমরা দেখি যখনই কোন দেবতা কোন বিপদে পড়েন, তখন তিনি শ্রীবিষ্ণুর শরণ নেন।

বিষ্ণু বিভিন্ন অবতাররূপে অনেকবার পৃথিবীতে এসে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে ধর্ম স্থাপন করেছেন। পুরাণে তাঁর নানা অবতারের নাম বলা হয়েছে। যেমন- মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, নৃসিংহ অবতার, পরশুরাম অবতার, রাম অবতার ইত্যাদি।

বিষ্ণু মধু, কৈটভ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যদের বধ করেছেন। কৃষ্ণরূপে তাঁর কৃতিত্ব অত্যুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তিনি কৃষ্ণরূপে কংস ও শিশুপাল প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাকে বধ করেছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় ধর্মের পক্ষে ও পাণ্ডবদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সংকলিত হয়েছে। গীতা এ-কালেও নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া বিষ্ণু পূরাণ, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও বিষ্ণুর বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষ্ণুর অনেক মূর্তি নির্মাণ করে সারা ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে পূজা করা হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অনেক ভক্ত রয়েছেন। বিষ্ণুর ভক্তদের বৈষ্ণব বলা হয়।

সারাংশ

ঈশ্বর যে দেবতা রূপে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ত্রিমূর্তির অন্যতম । বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি। সকল পূজার সময় বিষ্ণুর পূজা করা হয়।
বিভিন্ন পুরাণে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের উপদেশ সংকলিত। বিষ্ণুর ভক্তদের বৈষ্ণব বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. বিষ্ণু কিসের দেবতা?
- ক. সৃষ্টির
- খ. বিনাশের
- গ. পালনের
- ঘ. শক্তির

২. বিষ্ণুর কয়টি হাত?
- ক. দুই
- খ. চার
- গ. দশ
- ঘ. কুড়ি

৩. বিষ্ণুর চক্রের নাম কি?
- ক. পাঞ্চজন্য
- খ. কৌমোদকী
- গ. সুদর্শন
- ঘ. গাণ্ডীব

৪. বিষ্ণুর পূজা করার সময় কখন?
ক. আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি
খ. শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন
গ. মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী
ঘ. কোন নির্দিষ্ট দিন নেই, যে কোন দিন করা যায়

৫. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কার উপদেশ সংকলিত হয়েছে?
ক. চৈতন্যদেবের খ. রামচন্দ্রের
গ. কৃষ্ণের ঘ. বুদ্ধদেবের

৬. বিষ্ণুর উপাসকদের কি বলা হয়?
ক. বৈষ্ণব খ. শাক্ত
গ. শৈব ঘ. গাণপত্য

পাঠ-৪ শিব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিবের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শিব পূজার সময় বলতে পারবেন।
- শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শিবের পরিচয়

ঈশ্বর যে দেবতা রূপে ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব। প্রকৃতপক্ষে শিব মঙ্গলের দেবতা। মঙ্গলের জন্যই তিনি ধ্বংস করেন।

বেদে সরাসরি শিবের উল্লেখ না থাকলেও শিবের অনুরূপ একজন দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁর নাম রুদ্র। রুদ্র শত্রুপক্ষের বীরদের বিনাশ করেন, তিনি রোগ-ব্যাধি দূর করেন। তাঁকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলা হয়েছে।

পুরাণে শিবকে মহাদেব বলা হয়েছে। শিব ত্রিমূর্তির অন্যতম। লৌকিক দেবতারূপে শিবের পূজা প্রচলিত আছে।

শিবের রূপ

শিবের গায়ের রং তুষারের মত সাদা। তাঁর মাথায় জটা আছে। শিবের তিনটি চোখ। একটি চোখ ঠিক কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার একপাশে একটা বাঁকা চাঁদ রয়েছে। শিবের হাতে থাকে ডমরু ও শিঙ্গা নামক বাদ্যযন্ত্র এবং ত্রিশূল নামক অস্ত্র। তাঁর গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা। এ ছাড়াও সর্প তাঁর ভূষণ বা অলংকার। শিবের বাহন বৃষ।

শিবের অনেক নাম । যেমন- মহাদেব, ত্রিপুরারি, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নীলকণ্ঠ, আশুতোষ (অর্থাৎ যিনি অল্পে তুষ্ট হন), ইত্যাদি।

শিব

শিব পূজার সময়

শিব পঞ্চ দেবতার অন্যতম। সকল দেবতার পূজার সময় শিবের পূজা করা হয়। তবে বিশেষভাবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ঘটা করে শিবের পূজা করা হয়। এ তিথিকে শিবচতুর্দশী তিথি বলা হয়।

শিবের মাহাত্ম্য

শিব সৃষ্টিকে সংহার করেন। সংহারের পর আবার নতুন সৃষ্টি হয় । শিব মঙ্গল করেন। শিব শব্দটির মানেই মঙ্গল। তিনি অনেক মহৎ কাজ করেছেন। তিনি নাট্য ও নৃত্যে পারদর্শী এবং শিক্ষক। এ জন্য তাঁকে নটরাজ বলা হয়। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রেও দক্ষ। তাই তাঁকে বৈদ্যনাথও বলা হয়। তিনি

গজাসুরকে বধ করে তার চর্মকে পরিধেয় করেছেন। দেবতা ও দৈত্যরা একত্র হয়ে যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন প্রথমে বিষ ওঠে। এই বিষ তিনি চুমুক দিয়ে পান করে কণ্ঠে বা গলায় রেখে দেন। এ জন্যে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। তাই তাঁর এক নাম নীলকণ্ঠ। তিনি দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মহাভারতের কিরাত নামক আদিবাসীর বেশে তিনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অর্জুনের বীরত্ব পরীক্ষা করেছিলেন এবং অর্জুনকে অস্ত্র দিয়েছিলেন। শিবপুরাণসহ অনেক পুরাণে শিবের মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে।

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তেরা শিবের পূজা করেন। শিবের উপাসকদের শৈব বলা হয়।

সারাংশ

ঈশ্বর মঙ্গলের জন্য ধ্বংসও করেন। তিনি যে দেবতা রূপে ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। বেদে শিবের উল্লেখ না থাকলেও অনুরূপ একজন দেবতা আছেন। তাঁর নাম রুদ্র। শিব লৌকিক দেবতা রূপেও পূজিত। শিবের বাহন বৃষ।

সকল দেবতার পূজার সময় শিবের পূজা করা হয়। এছাড়া বিশেষভাবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শিবের পূজা করা হয়।

পুরাণে শিবের রূপ ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। শিবের উপাসকদের শৈব বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ঈশ্বর যে দেবতা রূপে ধ্বংস করেন, তাঁকে কি বলে?
ক. ব্রহ্মা — খ. বিষ্ণু
গ. শিব — ঘ. কালী

২. শিব প্রকৃতপক্ষে কিসের দেবতা?
ক. ধ্বংসের — খ. সৃষ্টির
গ. শক্তির — ঘ. মঙ্গলের

৩. বেদে শিবের অনুরূপ যে দেবতা আছেন তাঁর নাম কি?
ক. অগ্নি — খ. বিষ্ণু
গ. রুদ্র — ঘ. ইন্দ্র

৪. শিবের কয়টি চোখ?
ক. দুটি — খ. তিনটি
গ. চারটি — ঘ. পাঁচটি

৫. শিবের ভক্তদের কি বলা হয়?
ক. ব্রাহ্ম — খ. বৈষ্ণব
গ. শাক্ত — ঘ. শৈব

পাঠ-৫ দুর্গা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্গার বর্ণনা দিতে পরবেন।
- দুর্গাপূজা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দুর্গার প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।
- দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

দুর্গার পরিচয়

ঈশ্বর মহাশক্তিশালী। ঈশ্বরের এই শক্তি যে দেবীর রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর নাম দুর্গা। দুর্গা শক্তির দেবী। তিনি দুর্গতি নাশ করে আমাদের মঙ্গল করেন। তিনি দুর্গতি নাশ করেন বলে তাঁকে দুর্গা বলা হয়। আবার তিনি দূর্গম নামক এক অসুরকে বিনাশ করেছেন। এজন্যও তাঁর নাম দুর্গা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রী চণ্ডী' নামক গ্রন্থে দুর্গার সৃষ্টি কাহিনী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই দুর্গা পূজায় চণ্ডী পাঠ করা হয়। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলা হয়েছে- একবার দেবতারা মহিষাসুর নামক এক অসুরের কাছে পরাজিত হন। মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেন। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন। দেবতারা তখন ব্রহ্মা ও শিবের কাছে যান। তারপর ব্রহ্মার পরামর্শে সবাই মিলে বিষ্ণুর কাছে যান। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনী শুনে বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হন। দেবতারা উত্তেজিত হন। তাঁদের সকলের শরীর থেকে তেজ বেরুতে থাকে। সকল দেবতার তেজ মিলিত হয়ে এক তেজোপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। সেই তেজপুঞ্জ এক নারীর রূপ নেয়। ইনিই দুর্গা। দুর্গার অনেক নাম। মহিষমর্দিনী, শূলিনী, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, শাকম্ভরী, বনদুর্গা, কাত্যায়নী ইত্যাদি রূপেও দুর্গা পূজিত হন।

মহিষমর্দিনী দুর্গা

দুর্গাপূজার সময়

শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। এজনা দুর্গাপূজাকে শারদীয় দুর্গাপূজা বলা হয়। বসন্তকালেও দুর্গাপূজা হয়। একে বলা হয় বাসন্তী পূজা। তবে শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রসিদ্ধ। শারদীয়া দুর্গাপূজা আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গার প্রণামমন্ত্র

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

সরলার্থ

হে সকল প্রকার মঙ্গলদায়িনী, মঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, ত্রিনয়না, গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

দুর্গার মাহাত্ম্য

দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তি। তাঁকে আদ্যাশক্তি বলা হয়। তিনি মহামায়া। পৃথিবীতে জীব ও জগতের মধ্যে যে মায়া, তা এ মহামায়ারই মায়া। দেবী-পুরাণসহ অনেক পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বেদেও দুর্গার উল্লেখ আছে।

দুর্গা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে থাকেন। তাঁর হাতের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেন। ধার্মিককে তিনি রক্ষা করেন এবং অধার্মিককে বিনাশ করেন।

সাধারণত বসন্তকালে বাসন্তী দুর্গার পূজা হত। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য বসন্তকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ বসন্তকাল ছাড়া অন্য একটি কালে– শরৎকালে দুর্গাপূজা করেন। শারদীয়া দুর্গাপূজাই প্রসিদ্ধ হয়। দুর্গাপূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় পূজা এবং বড় ধর্মীয় উৎসব। দুর্গাপূজার সময় ‘মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়।

দেবী দুর্গা আমাদের শক্তি দেন। সাহস দেন। তিনি আমাদের দূর্গতি বা বিপদ থেকে ত্রাণ করেন। কোথাও যাত্রা করার সময় ‘দুর্গা দুর্গা’ বলে যাত্রা করতে হয়। তাহলে যাত্রা শুভ হয়।

দুর্গা মহিষাসুরসহ অনেক অসুর বধ করেছেন। যে-কোন অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবিধানের সময় দেবী দুর্গা আমাদের প্রেরণা।

সারাংশ

ঈশ্বরের শক্তি যে দেবীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাম দুর্গা। দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করেন বলে তিনি দুর্গা। আবার দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। দুর্গার বাহন হচ্ছে সিংহ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী পুরাণ প্রভৃতিতে দেবীর রূপ ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে।

দুর্গাপূজা হয় শরৎকালে ও বসন্তকালে। শরৎকালের দুর্গাপূজাকে শারদীয় দুর্গাপূজা বলে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শারদীয় দুর্গাপূজা করা হয়। দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠ করা হয়।

দুর্গাপূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় পূজা। সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। দুর্গা পূজার সময় ‘মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ঈশ্বরের শক্তি যে দেবতার মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে তাঁকে কি বলে?
ক. কালী খ. দুর্গা
গ. লক্ষ্মী ঘ. সরস্বতী

২. দেবী দুর্গার কয়টি হাত?
ক. চারটি খ. আটটি
গ. দশটি ঘ. কুড়িটি

৩. মহিষাসুরকে কে বধ করেন?
ক. দুর্গা খ. কালী
গ. চামুণ্ডা ঘ. চণ্ডী

৪. মহিষাসুর বধের কাহিনী কোন গ্রন্থে আছে?
ক. বেদে খ. গীতায়
গ. ভাগবতে ঘ. চণ্ডীতে

৫. কে অকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন?
ক. শ্রীরামচন্দ্র খ. রাবণ
গ. ইন্দ্র ঘ. রাজা সুরথ

পাঠ-৬ লক্ষ্মী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লক্ষ্মী দেবীর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- লক্ষ্মীপূজার সময় বলতে পারবেন।
- লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

লক্ষ্মীর পরিচয়

ঈশ্বর যে দেবী রূপে নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, তাঁর নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মী দেবী ধন, সম্পদ, সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি আমাদের ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে বোঝার ক্ষমতাও দান করেন। পুরাণে আছে দেবতা ও দৈত্যেরা মিলে একবার সমুদ্র-মন্থন করেন। সেই সমুদ্র-মন্থনের সময় লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র থেকে উঠে আসেন। পুরাণে লক্ষ্মী দেবীকে নারায়ণের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

লক্ষ্মীর রূপ

লক্ষ্মী দেবী অতুলনীয় সুন্দরী। তিনি গৌরবর্ণা। আমরা নিত্য যে লক্ষ্মী প্রতিমার পূজা করি তাঁর দুটি হাত। ডান হাতে পদ্ম ফুল। বাম হাতে শস্যের ছড়া। বাঁ-কোলে ধন-সম্পদের ঝাঁপি। লক্ষ্মী দেবী সর্ব প্রকার অলংকারে ভূষিত। মাথায় তাঁর সোনার মুকুট। তিনি রক্তপদ্মাসনা। পুরাণে লক্ষ্মী দেবীর আর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, লক্ষ্মী দেবীর চার হাত। তাঁর এক হাতে পাশ (দড়ির ফাঁস) ও অক্ষমালা। আরেক হাতে পদ্ম ফুল ও অঙ্কুশ (হাতি-চালনার দণ্ড)। একটি হাতে স্বর্ণপদ্ম। একটি ডান হাত তুলে তিনি ভক্তকে দান করছেন বর ও অভয়। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা।

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী পূজার সময়

লক্ষ্মী দেবী গৃহদেবতারূপে নিত্যপূজার দেবী। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বা রাতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এ-ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়েও বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ করে ঘটা করে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এ পূর্ণিমাকে লক্ষ্মীপূর্ণিমা বা কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়।

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য

লক্ষ্মী দেবী ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের শুধু পার্থিব ধন-সম্পদই দান করেন না, তিনি আমাদের ঈশ্বর-ভক্তি দেন, ঈশ্বরের বিরাটত্ব ও মহিমাকে, তাঁর ঐশ্বর্যকে বোঝার ক্ষমতা দান করেন। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র-সম্ভবা। এর একটি তাৎপর্য আছে। সমুদ্র থেকে রত্ন পাওয়া যায়। সমুদ্র-মন্থনের মতই খনি ও বন অনুসন্ধান করে বিভিন্ন সম্পদ পাওয়া যায়। ভূমি কর্ষণ করে ফসল ফলাতে হয়। বাণিজ্যও এক ধরনের সমুদ্র-মন্থন। ভাগবতে লক্ষ্মী দেবীকে বলা হয়েছে 'জীবনোপায়রূপিণী'। লক্ষ্মী দেবী সর্বজীবের জীবন ধারণের জন্য জীবিকার উপায় করে দেন।
লক্ষ্মীর সৌন্দর্য শান্ত ও সৌম্য। তা মনে শ্রদ্ধা ও প্রশান্তি জাগিয়ে তোলে। তাই শান্ত-সুন্দর কোন মেয়েকে আমরা বলি 'লক্ষ্মী মেয়ে'। ধর্মগ্রন্থে আছে, লক্ষ্মীদেবী নিজেই বলেছেন যে, ঈশ্বর, পিতা-মাতা, গুরু, অতিথি প্রভৃতিকে যে সকল বাড়িতে শ্রদ্ধা করা হয় না, তিনি সে সকল বাড়িতে কখনও প্রবেশ করেন না। এছাড়া যে সকল বাড়িতে মিথ্যেবাদী, ঝগড়াটে, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন (যে উপকারীর অপকার করে) কেবল নেই বলে হাহাকার করে, এমন লোক থাকে লক্ষ্মী দেবী সে সকল বাড়িতেও যান না।
লক্ষী দেবী সন্তুষ্ট হলে আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হয় এবং মন সুন্দর হয়।

সারাংশ

ঈশ্বর যে দেবতা রূপে নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, তাঁর নাম লক্ষ্মী। বেদে ও পুরাণে লক্ষ্মী দেবীর উল্লেখ আছে। লক্ষ্মী দেবী শান্ত ও সৌম্য। তাঁর সৌন্দর্য অতুলনীয়। পেঁচা তাঁর বাহন।
গৃহদেবতারূপে নিত্য লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যায় বা রাতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। বিশেষভাবে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ঈশ্বর যে দেবতা রূপে নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন তাঁকে কি বলে?
ক. দুর্গা   খ. কালী
গ. লক্ষ্মী   ঘ. সরস্বতী

২. লক্ষ্মী দেবীর ডান হাতে কি থাকে?
ক. পদ্মফুল   খ. শস্যের ছড়া
গ. শঙ্খ   ঘ. খড়্গ

৩. সপ্তাহের কি বারে লক্ষ্মী পূজা করা হয়?
ক. শনিবার   খ. মঙ্গলবার
গ. বৃহস্পতিবার   ঘ. রবিবার

৪. ধন-সম্পদ ছাড়াও লক্ষ্মী দেবী আমাদের আর কি দেন?
ক. শত্রু বিনাশের শক্তি   খ. ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বোঝার ক্ষমতা
গ. বিদ্যা   ঘ. ওপরের তিনটির কোনটিই নয়

৫. আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিকে আর কি বলা হয়?
ক. আশ্বিনে পূর্ণিমা   খ. মহা পূর্ণিমা
গ. ঐশ্বর্য পূর্ণিমা   ঘ. কোজাগরী পূর্ণিমা

পাঠ-৭ সরস্বতী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সরস্বতী দেবীর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সরস্বতী পূজার সময় বলতে পারবেন।
- সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সরস্বতীর পরিচয়

ঈশ্বর যে দেবতারূপে নিজের জ্ঞানকে প্রকাশ করেন, তাঁর নাম দেবী সরস্বতী। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। বেদে সরস্বতী দেবীর উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি নদী-স্বরূপা। পুরাণে সরস্বতী দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সরস্বতী সঙ্গীত, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল প্রকার সৃষ্টিশীল বা সুকুমার শিল্প এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দেবী। তিনি আমাদের সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন।

সরস্বতীর রূপ

সরস্বতী দেবীর গায়ের রং শুক্ল বা শুভ্র অর্থাৎ সাদা। চন্দ্রের মত শোভা তাঁর। শুক্ল তাঁর বসন। সরস্বতী শুক্ল পদ্মের ওপর বসে থাকেন। তাঁর হাতে পুস্তক ও বীণা। বীণা হাতে থাকে বলে সরস্বতী দেবীর আরেক নাম বীণাপাণি। তাঁর বাহন শ্বেতহংস। অর্থাৎ সাদা রঙের হাঁস।

সরস্বতী পূজার সময়

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। এ পঞ্চমী তিথিটিকে শ্রীপঞ্চমী তিথি বলা হয়। দুর্গা পূজার সাথে সরস্বতীর পূজাও করা হয়।

সরস্বতী

সরস্বতীর মাহাত্ম্য

বেদে সরস্বতী জ্যোতিস্বরূপ। নদী-দেবীরূপেও বেদে সরস্বতীর উল্লেখ আছে। পুরাণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণিত।

সরস্বতী বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের দেবী। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পূজারী শিক্ষার্থীরা সাড়ম্বরে সরস্বতীপূজা করে থাকে।

শিল্পকলার দেবীরূপে সরস্বতী কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা, নৃত্য শিল্পীসহ কলাকারদের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন। সরস্বতীর গায়ের রং থেকে বসন, আসন, এমনকি তাঁর বাহন হাঁসটিও শুক্ল অর্থাৎ সাদা। তাই সরস্বতী দেবীকে সর্বশুক্লা বলা হয়। শুক্ল বর্ণ সুচিতা ও পবিত্রতার

প্রতীক। যে জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকেও হতে হয় মনে-প্রাণে শুদ্ধ ও পবিত্র। নইলে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা যায় না। সরস্বতীর বাহন সাদা হাঁসটিরও তাৎপর্য আছে। জল আর দুধ মিশিয়ে দিলে হাঁস দুধ গ্রহণ করে জল ত্যাগ করে। জ্ঞানীও তেমনি নিজের জ্ঞানের জগৎ থেকে অসার বস্তু বাদ দিয়ে সার বস্তু গ্রহণ করেন। সরস্বতী দেবীকে বলা হয়েছে , 'জাড্যাপহা'। 'জাড্য' মানে জড়তা। এখানে জাড্য মানে মূর্খতা। অপহা মানে বিনাশকারিণী। সরস্বতী দেবী আমাদের মূর্খতা দূর করে আমাদের মন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন।

এখানে পুরাণে সরস্বতী দেবীর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্যের অনেক কাহিনী আছে। এমন অনেক উপাখ্যান আছে যেখানে দেখা যায়, অনেকেই প্রথমে মূর্খ ছিলেন, পরে দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ করে জ্ঞানী বা শিল্পী-সাহিত্যিক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন।

সারাংশ

ঈশ্বর যে দেবীরূপে জ্ঞান দান করেন তাঁর নাম সরস্বতী। বেদে ও পুরাণে সরস্বতী দেবীর বর্ণনা আছে।

সরস্বতী দেবী শুক্লবর্ণা, শুক্লবসনা, শুক্লপদ্মাসনা। তাঁর বাহন হাঁসটিও সাদা রঙের। তাঁর হাতে থাকে বীণা ও পুস্তক। বীণা হাতে থাকে বলে তাঁর নাম বীণাপাণি।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীর পূজা করা হয়।

বেদে সরস্বতী জ্যোতিস্বরূপ ও নদীরূপে পূজিত। পুরাণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ঈশ্বর নিজের জ্ঞান দান করার ক্ষমতাকে যে দেবতারূপে প্রকাশ করেছেন তাঁকে কি বলে?
ক. দুর্গা খ. কালী
গ. সরস্বতী ঘ. জগদ্ধাত্রী

২. সরস্বতীর বাহন কি?
ক. সাদা হাঁস খ. পেঁচা
গ. সিংহ ঘ. বৃষ

৩. মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে আর কি নামে অভিহিত করা হয়?
ক. নাগপঞ্চমী খ. লক্ষ্মীপঞ্চমী
গ. শ্রীপঞ্চমী ঘ. শুক্লাপঞ্চমী

৪. সরস্বতী দেবীর আরেক নাম কি?
ক. গায়ত্রী খ. সাবিত্রী
গ. বীণাপাণি ঘ. জয়া

৫. সরস্বতী বিশেষভাবে কাদের দেবী?
ক. ধনীদের খ. নারীদের
গ. রাজাদের ঘ. শিক্ষার্থীদের

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. দেবতা কাকে বলে? ঈশ্বর ও দেবতাদের মধ্যেকার সম্পর্ক উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন। [পাঠ- ১ অনুসরণে লিখুন]
২. দেবতা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখুন। [পাঠ- ১ থেকে লিখুন]
৩. বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীদের সাধারণ পরিচয় দিন। [পাঠ- ২ থেকে লিখুন]
৪. বিষ্ণুর পরিচয় দিন এবং তাঁর রূপ বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৩ থেকে লিখুন]
৫. শিবের পরিচয় দিন এবং তাঁর রূপ বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৪ থেকে লিখুন]
৬. দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৫ থেকে লিখুন]
৭. লক্ষ্মী দেবীর পরিচয় দিন এবং তাঁর রূপ বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৬ থেকে লিখুন]
৮. সরস্বতী দেবীর পরিচয় দিন এবং তাঁর রূপ বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৭ থেকে লিখুন]

৯. **সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ**

ক. "দেবতারা ঈশ্বর নন, ঈশ্বরও বহু নন"—কথাটি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন। [পাঠ- ১ এর প্রথম দুই অনুচ্ছেদ অনুসরণে লিখুন]
খ. দেবতাদের পূজা করা হয় কেন? [পাঠ- ১ এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন]
গ. দেবতা, অগ্নির বর্ণনা দিন । [পাঠ- ২ দেখুন]
ঘ. ঊষা দেবীর একটি বর্ণনা দিন। [পাঠ- ২ দেখুন]
ঙ. বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৩ থেকে লিখুন]
চ. শিবের রূপ বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৪ থেকে লিখুন]
ছ. দুর্গার প্রণামমন্ত্রটি সরলার্থসহ লিখুন। [পাঠ -৫ থেকে লিখুন]
জ. লক্ষ্মী দেবী কোন কোন বাড়িতে যান না? [পাঠ- ৬ থেকে লিখুন]
ঝ. সরস্বতী দেবীর পরিচয় দিন। [পাঠ- ৭ এ "সরস্বতীর পরিচয়" অংশ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১
১. গ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. গ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.২
১. গ ; ২. ঘ ; ৩. খ, ৪. গ ; ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৩
১. গ ; ২. খ ; ৩. গ ; ৪. ঘ ; ৫. গ ; ৬. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৪
১. গ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. খ. ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৫
১. খ ; ২. গ ; ৩. ক ; ৪. ঘ ; ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৬
১. গ ; ২. খ ; ৩. গ ; ৪. খ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৭
১. গ ; ২. ক ; ৩. গ; ৪. গ ; ৫. ঘ